কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ ২৩:২৯

হেকেপ আয়োজিত জাতীয় কর্মশালা

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ৪২ শতাংশ নারী

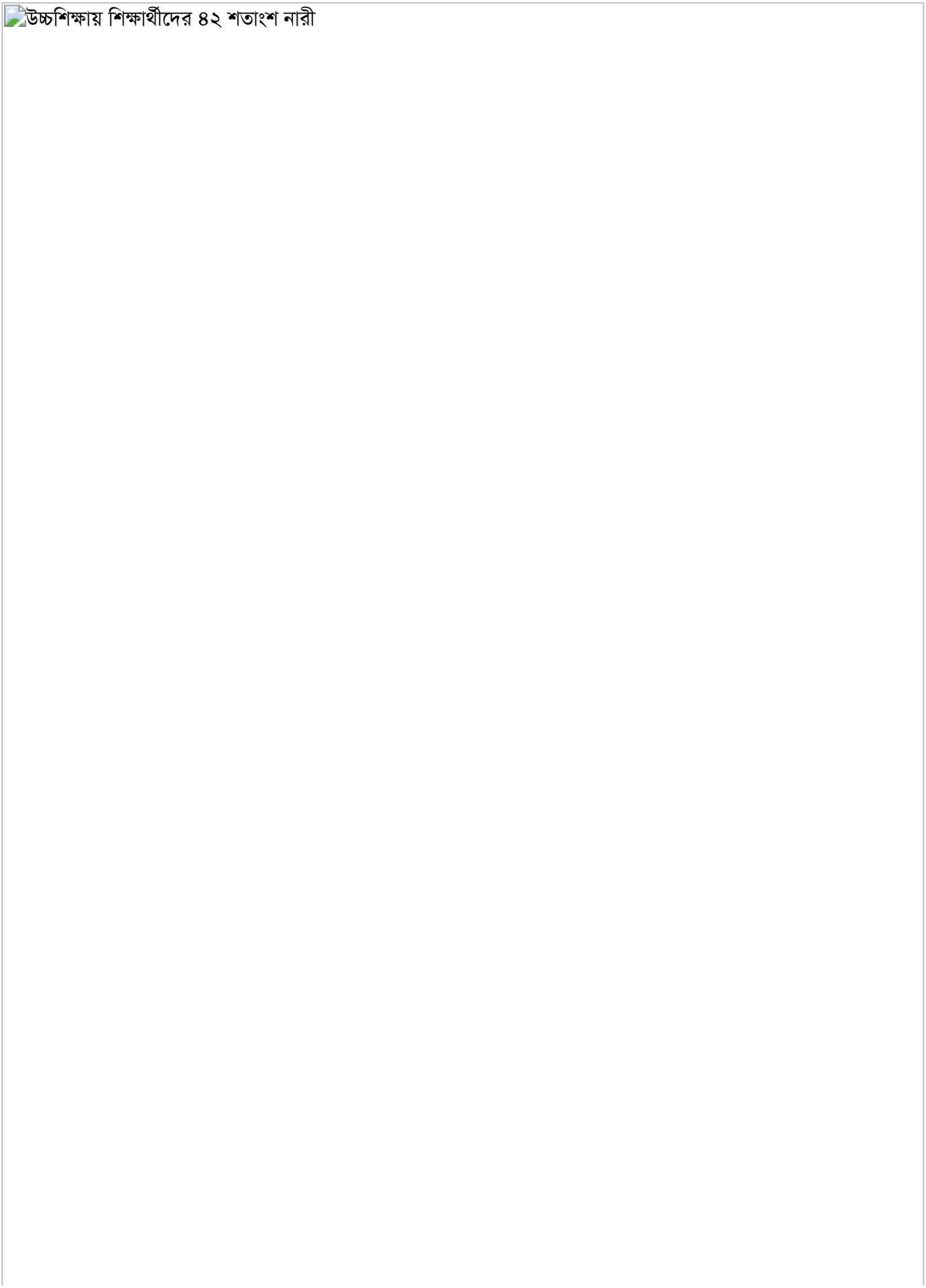
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ৪২ শতাংশ নারী

বর্তমানে ৩৮ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। আর এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪২ শতাংশ নারী। এই সংখ্যাকে ৫০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। তবে শুধু উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণই নয়, এর মানোন্নয়নেও বদ্ধপরিকর সরকার। বর্তমান সরকারের সময়েই উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা সফলভাবে সমাপ্তির পথে রয়েছে। খুব শিগগিরই উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে আরো বৃহৎ প্রকল্প আসছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প-হেকেপ আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (হেকেপ) ১০ বছরের অর্জন নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন বলেন, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ঘাটতির কারণে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প নামে উচ্চশিক্ষা খাতে প্রথম প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বেশ কিছু উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে, যা সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে।

দিনব্যাপী কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ইউসুফ আলী মোল্লা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ-উল হক ও বিশব্যাংকের সিনিয়র অপারেশনস অফিসার ড. মোখলেসুর রহমান। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প- হেকেপের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহান্ত।

সভাপতির বক্তব্যে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, উচ্চশিক্ষা মনোন্নয়ন প্রকল্প উচ্চশিক্ষা খাতের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের পরিমাণ ৯৯ শতাংশ, যা বাংলাদেশের যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিরল ঘটনা। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সম্প্রতি পরিচালিত পর্যালোচনায় উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিকে অতি সন্তোষজনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা যায়, হেকেপ প্রকল্পে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সার রোগ নির্ণয়, স্বল্পমূল্যে গবাদি পশুর খুরা রোগের টিকা উদ্ভাবন, পাটকাঠি ব্যবহার করে কাঠের বিকল্প প্লাইউড উদ্ভাবনসহ নানা আবিষ্কার সাড়া ফেলেছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু উদ্ভাবনের জন্য দেশে-বিদেশে প্যাটেন্ট আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও হেকেপের কর্মকর্তা ও কনসালট্যান্টরা উপস্থিত ছিলেন।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com